



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 468 - 473

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবতা শিব ও তার আভরণ

ড. বিপ্লব কুমার সাহা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

Email ID : biplabsaha.rs@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Loko-debota,
Nandi or Bull,
Snake,
The shin of tiger,
Tiger,
Third eye,
Trident.

Abstract

Shiva is known by various local names in North Bengal, including Dangdhara Shiva, Dhangdhing, Mashan, Mahakal, Dantaberang, and Sanyasi, indicating his deep local roots. This regional identity suggests Shiva's integration into the daily lives of the people in this area. The text posits that even the everyday representations of Shiva in North Bengal are imbued with 'Lokayat' (folk) beliefs. The article will specifically delve into the significance and folk origins of the various ornaments and adornments associated with Shiva in the region.

Discussion

আর্য অনার্যের বিতর্ক বাদ দিলে দেখা যাবে শিব আজ আমাদের সামাজিক জীবনে স্বকীয় মূর্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। যার প্রমাণ, উত্তরবঙ্গের লোকায়ত সমাজে যে কোনো পুরুষ দেবতাকে শিবের সাথে একাকার করে দেওয়া হয়েছে। যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (সংক্ষিপ্তসার অংশে)। শিব এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে, তাকে আর পৌরানিক কিংবা বৈদিক কিংবা হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়োর দেবতা বলে মনে করা হয় না। তাইতো এতদঞ্চলে শিব কৃষক রূপে ধান বোনের, যা কৃষি সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে। 'মহারাজা' এমনি এক লোকদেবতা, যাকে নতুন ধান ওঠার সময় অর্থাৎ নবান্নের সময় পূজা করা হয়। কিংবা শিকারের দেবতা মহাকালকে শিবের রূপেও আরাধনা করা হয়। শুধু তাই নয়, শ্মশানে মশানে ভাঙ ধুতরা খেয়ে শিবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার রূপকে এতদঞ্চলে বুড়া ঠাকুর বা সন্ন্যাসী ঠাকুর পূজিত হন। এইভাবেই দেবাদিদেব মহাদেব অতিসাধারণ স্তরে নেমে আসেন। এই সরলতা যেন উত্তরবঙ্গের মানুষদের একটি বৈশিষ্ট্য। তাইতো শিবের মতোই একজন সহজ সরল মানুষকে বাঙালী ঘরের মেয়েরা স্বামী হিসেবে পেতে চায়। এ জন্য ফাল্গুন মাসের শিবরাত্রির ব্রতে কুমারী নারীদের শিবলিঙ্গের মাথায় জল কিংবা দুধ ঢালতে দেখি। যদি আধুনিক সমাজে এটি এখন সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে। এই লিঙ্গপূজা আদিম যুগের পূজারই অবিচ্ছিন্ন রূপ, এনিয় সন্দেহ নেই। তবে এ প্রসঙ্গে পল্লব সেনগুপ্ত লিখেছেন –

“শিব বা শক্তির সম্মিলিত রূপের প্রতীক হিসেবে গৌরীপট-শিবলিঙ্গের যৌথ আরাধনার প্রবর্তন হরপ্পা সংস্কৃতি থেকেই। হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটলে শিবরাত্রি উপলক্ষে এর উপর জল, দুধ ইত্যাদি ঢালা - তাই আদিম যৌন প্রতীক পূজারই প্রবহমান ধারা। এই যৌন প্রতীক উপাসকদের উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদে

প্রচুর গালমন্দ করা হয়েছে আমরা দেখেছি; তবু এই সাড়ে তিন হাজার বছর অবধি যে এ-রীতির অস্তিত্বটা বজায় আছে, এটা থেকেই বোঝা যায় যে এর মধ্যে ব্যাপকভাবে একটা সমাজমনের স্বীকৃতি আছে। কুমারী মেয়েদের শিবরাত্রি উপলক্ষে শিবলিঙ্গ প্রতীকের মাথায় জল-দুধ ঢালার প্রথাটার তাৎপর্যও এর মধ্যেই নিহিত।”^১

তবে ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানা যায়, এই লিঙ্গ পূজা Fertility Cult-এরই পরিচয় বহন করে। আসলে লাঙ্গল ও লিঙ্গ এখানে সমধর্মী। লিঙ্গরূপ লাঙ্গল দিয়ে যোনিরূপ জমিকে কর্ষণ করে ফসল ফলানো হয় হয়। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বললেই নয়, গৌরীপটু রূপ নারীর জননাস্রের সঙ্গে জমি বা ধরিত্রীর মিল রয়েছে। নারী যখন ঋতুমতী হয় তখন তাকে সাবধানে থাকতে হয়। এবং আমরা জানি ঋতুমতির পরেই নারী শরীর উর্বর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এই সময়ের পর মিলনের ফলেই নারী সন্তান সম্ভবা হয়ে উঠতে পারে। ঠিক তেমনি কঠোর তাপে দগ্ধ ধরিত্রীর বুক আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিতে যখন স্নাত হয় তখন কল্লনা করা হয় ধরিত্রী মাতা রজঃস্রলা হয়েছে। তাই এই সময় চাষীরা ধরিত্রীকে সাবধানে রাখে এবং এই সময় জমিতে কর্ষণ করা হয় না। আমরা জানি এই সময়কে অম্বুবাচি বলা হয়। কিন্তু এই সময়ের পরেই চাষের উপযুক্ত সময়। সেসময় চাষ করলে পৃথিবী শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠে। তাইতো নারীরূপ ধরিত্রী মাতাকে লিঙ্গ রূপী লাঙ্গল দিয়ে কর্ষণ করানো হয়। এখানেই রয়েছে সৃষ্টি তত্ত্ব। জমি যেমন লাঙ্গলকে দিয়ে নিজেকে কর্ষণ করিয়ে নেয়, তেমনি যোনি রূপ গৌরীপটুও শিবলিঙ্গকে ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ এই লিঙ্গপূজার মূলেই রয়েছে উর্বরতার ভাবনা। এনিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

উত্তরবঙ্গের সমতলভূমি প্রকৃতিগত কারণেই উর্বর এবং সমৃদ্ধ। আর এর ফলেই এখানকার জনমানসের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই লোকদেবদেবী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বেদ-শাস্ত্র-পুরান প্রভৃতির বাহ্যিক খোলস ত্যাগ করে একেবারেই ঘরের দেবতায় পরিণত হয়ে যান এখানকার লোকদেবদেবীগণ। তাইতো এইসব দেবদেবীদের মাহাত্ম্য খুঁজতে গিয়ে বড় কোন ঘটনার কথা জানা যায় না। পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় কোন ঘটনার কথা জানা যায় না। সেই নির্দিষ্ট কোন সীমাবদ্ধতার মধ্যে তারা তাদের লোকাবাসী দেব-দেবীদের রাখেননি। সেই চিরপরিচিত মুক্ত প্রাঙ্গণে কিংবা সেই নির্জন গাছের নিচে দেবতাদের স্থান করে দিয়েছেন। যেন কোনো আরম্ভের নয় কিংবা কোনো দায়বদ্ধতা থেকেও নয়, অজান্তেই লোকদেবীগণ গ্রামের সমস্ত কিছুই ভাগীদার হয়ে যান। আর তাইতো যে কোনো শুভকাজের সূচনায় গ্রাম দেবতার স্মরণ নেওয়া হয়। আর সেই সুযোগে তাদের পূজার্চনাও করা হয়। তবে এই ভাবনার শুরু ঠিক কোন সময়ে এবং কাদের হাত ধরে, সেই ভাবনা হয়তো গ্রামীণ মানুষের মনে কোনোদিন আসেনি। তাদের মনে হয় এ এক অলৌকিক শক্তি, তবে গ্রামদেবতা যে স্থানভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে সে বিষয়েও তারা নির্বাক। শুধু তাই নয়, এতদঞ্চলের মানুষের জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় যেহেতু কৃষিকাজ, তাই কৃষি সংক্রান্ত নানান রীতিনীতির পাশাপাশি এতদঞ্চলের দেবদেবীরাও এদের জীবনের সঙ্গে আঙ্গুষ্ঠে জড়িত এবং এরা এদের উপাস্য দেবতাকেও কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত করে তোলেন। শিব এতদঞ্চলের এরকমই একজন দেবতা। যে দেবতা তার নিজস্ব রূপ ত্যাগ করে অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করে আজ এই অঞ্চলের ধুলি ধূসরিত মানুষের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। পণ্ডিতদের মতে এই অঞ্চলের শৈব ধর্মই পরবর্তীকালে অন্যত্র ব্যক্ত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য তার মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, -

“কোচ কৃষক সমাজেই বাংলার লৌকিক শৈব ধর্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে বাংলার বহু দূরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যেও শিবকে কোচ রমণীদিগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাংলার সর্বত্র প্রচলিত লৌকিক ছড়ায় কুচনী রমণীর প্রতি শিবের আসক্তির কথা বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। অতএব মনে হয়, কোচ জাতীয় কৃষকদিগের সমাজেই পৌরাণিক শিব সর্বপ্রথম আসিয়া প্রবেশ লাভ করেন; অতঃপর সেখানেই তাহার চরিত্র স্থানীয় কোচ দিকের সামাজিক জীবনের উপাদান মিশ্রিত হইয়া একটি স্থানীয় ও লৌকিক ভাষা পরিগ্রহণ করে, কালক্রমে তাহাই বাংলার সর্বোচ্চ প্রচার লাভ করে।”^২

উদ্ধৃত মন্তব্যটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শিব অবশ্যই লৌকিক দেবতা এবং কৃষি দেবতা। আলোচ্য প্রবন্ধে শিবের প্রতীক কিংবা আভরণগুলো বিশ্লেষণ করলে শিবের লৌকিকতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

শিবের বাহন বৃষ। যার নাম নন্দী। আর তার প্রধান অঙ্গ ভূষণ হল সাপ। এই দুই অঙ্গভূষণ বৃষ ও সাপ বিশেষভাবে তাৎপর্য বহন করে। বৃষ প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। শুধু ভারত নয়, ভারতের বাইরে ও বিশ্ব সংস্কৃতির মাঝেও এর আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। কেননা সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন সীলমোহরগুলিতে হাতি, বাঘ, গন্ডার, বৃষ, সাপ প্রভৃতি জীব জন্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সেই সময় শিবকে পশুপতি রূপেও গণ্য করা হয়েছে। সিরিয়া, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি স্থানে বৃষকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়। আবার চতুর্বেদের মধ্যেও যেখানে রুদ্রের দেখা পাওয়া যায় সেখানেও বৃষের পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে এই বৃষ প্রাগৈকাল থেকে টোটেম ভাবনা হিসেবে আজও স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। বৃষের তাৎপর্য বলতে গিয়ে ‘Mahadeva : The Great God Siva’ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

“Nandi as the Great Bull is said to be the vehicle of Śiva. Śiva loves to ride on his bull who has become a member of his Lord's family. Śiva became propitiated with Nandi and made him the leader of all his hosts.

What is the symbolism of Nandi the Bull? The Bull is known as Vrisha na or Vrisha. He is the great Sprinkler of the seed. He represents the fecundating energy of Kama or the God of Love. As we have seen in a preceding chapter Śiva the Lord of Yoga conquered the God of love, thus naturally he became the Lord or Rider of the Bull, Nandiśvara. Kāmadeva is the greatest: sprinkler of the seed in all beings. He represents the instinct of sex and procreation by which all creatures fulfil the cycle of life; the creative process is inherent in all beings.”⁹

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে শিব কৃষি দেবতা, প্রজননের দেবতা। আর একারণেই উর্বরতার সঙ্গে শিব সম্পর্কিত। শিবের বাহন বৃষকে যৌন প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কেননা বৃষকে প্রজননের বীর বলা হয়। আর এই বৃষকে দিয়ে যেহেতু কর্ষণ করানো হয়, তাই এর সঙ্গে শস্যের একটা সম্পর্ক রয়েছে। আর এ কারণেই হয়তো শিবের বাহন হিসেবে বৃষকে রাখা হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে, -

“Nandi is the symbol of fertility held in check- either by the ascetic who controls the sexual impulse. (Shiva).”⁸

সর্প শিবের উপবীত, তার হাতের অলংকার এবং কোটি বস্ত্রের বন্ধন। কেননা শিবের সারা শরীর সর্প দিয়ে আবৃত থাকে এবং মাথার উপরেও ফণা তুলে থাকতে দেখা যায়। প্রাচীনকালের নানান মূর্তি ও বর্তমানের নানান মূর্তি থেকেও আমরা এই দৃশ্যই দেখতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হল কেন এই সাপের সঙ্গে শিবের যোগ। এর উত্তরে বলা যেতে পারে -

১. কৃষির সঙ্গে উর্বরতার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি। দক্ষিণ ভারতে নারী সকলে উর্বরতার ধারণা থেকে সাপ ও লিঙ্গের পূজা করে। এই সাপ মূলত নারী যৌনাস্থের প্রতীক হিসেবেই সারা ভারতে ব্যবহার হয়। যদিও বিভিন্ন পুরানে সাপের সঙ্গে লিঙ্গের সম্পর্ক পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গ এর ব্যতিক্রম নয়, তাই এখানেও যোনিপট্টের উপর শিবলিঙ্গ এবং তার উপর সাপের ফণা বিস্তৃত করে থাকতে দেখা যায়।

২. বিভিন্ন লোককথা থেকেও জানা যায় যে, সাপই পৃথিবীতে বর্ষা নিয়ে আসে। আর এই বর্ষায় পৃথিবী শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ fertility cult ধারণা থেকে হয়তো শিবের সঙ্গে সাপের একটা যোগ থাকতে পারে। এছাড়াও সাপ উর্বরতার সঙ্গে যুক্ত।

৩. শিবের বাসস্থান সাধারণত কৈলাশ এটা আমরা সকলেই জানি। আবার তার আরেক নাম গিরিশ। সেখানে মৌনযোগী শিবকে হিমালয়ের প্রতীক হিসেবে ভাবা হয়। সেক্ষেত্রে শিব হলো ক্ষেত্রবিশেষ, আর এই অরণ্যচারী ক্ষেত্রে সাপের বাস হওয়াটাই স্বাভাবিক।

সাপের সঙ্গে এই শিবের সম্পর্ক বলতে গিয়ে অশোক রায় উল্লেখ করেছেন, -

“ভারতের সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নাগ ও সুপর্ণ জনগোষ্ঠীই ছিল সর্বপ্রধান। তাই সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন শিলমোহরে দেখা যায় মোষের সিং যুক্ত এক দেবতার পাশে সর্প প্রতিকৃতি। আবার এক শক্তিশালী মানুষ বলশালী বৃষের সাথে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করছে। সেখানেও বৃষের পিছনে এক বিশাল সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আরও এক জায়গায় দেখা যায় একটা কাঠের তক্তার উপরে এক বিশাল সাপ ফণা তুলে আছে, আর তার পাশেই একটা দেবদ্রুম গাছ। পণ্ডিত মহলের ধারণা এই প্রতীকের অর্থ হল নাগ শাসন বিরাজমান। তাই সিন্ধু সভ্যতায় নাগ ও বৃষের পূজার এত বহুল প্রচলন ছিল বলে সকলেই প্রায় একমত।”^৫

একইভাবে শিবের পরনে ব্যাঘ্র চর্ম হবার পেছনেও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। একটি প্রচলিত মিথ থেকে জানা যায় প্রাচীনকালে তারক নামে এক অহংকারী নাস্তিক মুনি বাস করতো। এই নাস্তিক ভাবাপন্ন মুণির কথা শিব জানতে পেরে বড়ই ক্রোধান্বিত হল, এবং কি করে এই মুনির অহংকার নষ্ট করা যায় সে বিষয়ে শিব নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলো। এই কারণ বশতই শিব একদিন ব্রহ্মাকে নারীর বেশে সাজিয়ে সেই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করলো। তখন শিবের এরকম আকস্মিক গমন মুনির পছন্দ হল না। প্রতিশোধ পরায়ণ মুণি তখন শিবকে ধবংশ করার জন্য যজ্ঞ শেষে এক ভয়ঙ্কর বাঘ তৈরি করে তা শিবের পিছনে ছেড়ে দেয়। তখন আক্রমণ উদ্ভূত বাঘটিকে শিব তার অপার ক্ষমতা বলে আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে মেরে ফেলেন এবং তার চামড়া নিজের কাছেই রেখে দেন। এই দৃশ্য দেখে মুণি আরো দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত হয়ে আরো একটি বিষধর সাপ তৈরি করেন এবং সেটিকেও শিবের পিছনে ছেড়ে দেন। কিন্তু এখানেও শিব তার অপার মহিমা বলে সেই সাপকে তার গলার মালায় পরিণত করেন। এবার উনি অবাক হয়ে যান এবং ভাবতে থাকেন যে এতো সাধারণ মানুষ নন। এরপরেও কিন্তু মুণি ক্ষান্ত হননি। বরং আরো ভয়ংকর ভয়ংকর প্রাণীকে শিবের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু শিব এবার সেগুলোকে মেরে ফেলে নৃতারতা হন। এই নৃতাই তার নটরাজ নৃত্য নামে পরিচিত। এই দৃশ্যও অবশ্য সিন্ধু সভ্যতার শিলমোহরে পাওয়া যায়। এই পুরান কাহিনী থেকেও স্পষ্ট যে শিব কিভাবে ব্যাঘ্র চর্ম ধারণ করেন।

শিবের শিরোভূষণ চন্দ্র। এই চন্দ্রকে বিশেষ করে অর্ধচন্দ্রকে যোনির প্রতীক হিসেবে ভাবা হয়। এই অর্ধচন্দ্রের তাৎপর্য সম্পর্কে শিব পুরাণ থেকে মোটামুটি ভাবে ধারণা পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ আছে যে, একসময় শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিচ্ছেদ হলে শিব তাপিত হৃদয়ে পাহাড়-পর্বত বন জঙ্গল প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এবং যেখানে যেখানে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সেখানে সেখানে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এইভাবে প্রকৃতি বিনষ্ট হচ্ছে দেখে দেবকূল খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে তারা কি করবে ভেবে কূল না পেয়ে তারা ব্রহ্মার নিকট এই খবর দেয়। ব্রহ্মাও এই খবর শুনে বড় চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরে ব্রহ্মা সহ সকলে মিলে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, যদি চন্দ্রকে শিবের কপালে স্থাপন করা যায় তবেই তার শান্ত সাম্য রূপ ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব। তখন দেবতা সকল শিবের কাছে তার রত্নমূর্তির কথা জানান। শুধু তাই নয়, কি করে তার সৌম্যরূপ ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব সে কথাও দেবতারা তাকে জানান।

“অতএব কৃপা কর সবার ওপরে।

গ্রহণ করহ প্রভু চন্দ্রমা দেবের।।

অমৃতপুরি কুম্ভকর দর্শন।

পান কর ইহা প্রভু এই নিবেদন।।”^৬

দেবগণের এই রকম পরিকল্পনা শুনে শিব খুশি হন এবং সৌম্য রূপধারন করেন।

“দেবগণের স্তব শুনিয়া গোচরে
আনন্দিত হই আমি নিজ মনে মনে
আঙ্গুলি দ্বারায় সুখা করিলে গ্রহন
কুম্ভ মধ্যে হস্ত দিই করহ শ্রবণ।
নখাঘাতে অর্দ্ধচন্দ্র আসিল হাতেতে
সেই চন্দ্র রাখি আমি নিজ ললাটে।”^৬ (শিবপুরাণ)

এরপর শিব সেই তুষার সম চন্দ্রকে ললাটে ধারণ করে এবং পরবর্তীকালে সৌম্যরূপে পরিবর্তিত হয়। এছাড়া তন্ত্রমতে চন্দ্র শীতল বীর্ষের (cool semen) প্রতীক। যা সর্বদা শিবের রুদ্ররূপকে শান্ত সমাহিত করে। এ কারণেই শিবের ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রের অবস্থান। শুধু তাই নয়, শিবের ললাটে তৃতীয় নয়নও দেখা যায়। এই তৃতীয় নয়নও কিন্তু ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। এই তিনটি চোখ আসলে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির প্রতীক। যা ইরা, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাকে প্রতীকায়িত কওরে। যারা ধ্যান করেন কিংবা ধ্যান অনুশীলনকারী যোগিনীদের মতে এই ইরা, পিঙ্গলা ও সুষুম্না আমাদের শরীরের ডান, বাম ও কেন্দ্রে অবস্থান করে।

এছাড়াও শিবের হাতে আমরা যে ত্রিশূল দেখতে পাই এই ত্রিশূলও ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। বৃষ কিংবা সাপের মতো ত্রিশূলও উর্বরতা তন্ত্রের প্রতীক। আমরা জানি আদিম মানুষ যখন খাদ্য সংগ্রহের জন্য পশু শিকারে বেড় হতো তখন অনেক সময় তাদের ফিরতে দেরি হতো। তখন ঘরের কন্যা কিংবা স্ত্রীরা ক্ষুধা নিবৃত্তির তাড়নায় বন জঙ্গলে গাছের ফল খেত। এইভাবে চলতে চলতে তাদের মনে এক নতুন ধারণা তৈরি হয়। কেননা তখন পর্যন্ত তাদের সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়া জানাই ছিল। পুরুষ যেমন নারীকে কর্ষণ করে সন্তান উৎপাদন করে, তেমনি নারী রূপ ভূমিকে কর্ষণ করেও সেখান থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব। তাই তখন তারা পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ ষষ্ঠী বানিয়ে ভূমি কর্ষণ করতে থাকে। লক্ষণীয় এই লিঙ্গ রূপ ষষ্ঠীর প্রতীকই হল ত্রিশূল। যা পরবর্তীকালে লাঙ্গলে পরিণত হয়েছে। কেননা এই লিঙ্গ থেকে লাঙ্গুল এবং সেখান থেকে লাঙ্গল শব্দটি এসেছে। ত্রিশূলের তাৎপর্য বলতে গিয়ে ‘Mahadeva : The Great God Siva’ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

“The three-pronged Trident of Siva is also a symbol of the triadic pattern. It is stated that the Trident of Siva creed the demon of darkness named Andhakāsura. There are many other triune principles in Ved and Puranic symbolism, all of which exemplify as the three eyes of Siva. In fact, it is the supreme triangle which extends from its centre and is of major significance in the Sri-vidya, i.e., doctrine or worship of the goddess Sri. Each triangle represents the majesty or greatness of the god as his counterpart or female energy (mahima) and that is enclosed by a circle(mandala) which is obtained by the expansion of the centre to any desired extent.”^৭

পরিশেষে বলা যায় যে, এখানে শিব শুধু একজন মাত্র দেবতাই নন, তিনি একটি সংস্কৃতির বাহনও। যেহেতু সর্বযুগে ও সর্বকালে শিব পূজিত, তাই স্থানগত ও কালগত দিক থেকে এই শিবকে কেন্দ্র করে সমাজ-সভ্যতার রূপান্তর ধরা সম্ভব। তাই গ্রাম বাংলার বুকে যে সমস্ত পূজার্চনা হয় সেগুলোর তাৎপর্য নেহাতি কম নয়। এইসব পূজাচারের যেমন গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি দেব আভরণেরও নানান গুরুত্ব রয়েছে। যে আভরণের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র বাহ্যিক আরাধনাই নয়, এই আরাধনার গভীরে যে দীর্ঘদিনের ইতিহাস লুকিয়ে আছে সেই ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় শিবলিঙ্গের কথা। যে লিঙ্গ শিবের প্রতীক। উৎস থেকে দেখলে দেখতে পাবো যে বৈদিক যুগে এই লিঙ্গের ব্যবহার ছিল না। কেননা এই সময় লিঙ্গকে খুব ভালো চোখে দেখা হত না। অশ্লীল বলেই মনে করা হতো। আবার কোন কোন

সমালোচকেরা মনে করতেন যে আল্লাইন নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা এই শিল্প দেবতার পূজা করত। যে শিল্প দেবতা শিবের আদি রূপ ছিল। যদিও আজ ভারতের প্রায় সর্বত্র শিবের এই মূর্তি পূজার থেকে লিঙ্গ পূজার বেশি জনপ্রিয়। অর্থাৎ কালভেদে ও স্থানভেদে ধীরে ধীরে এই লিঙ্গপূজা প্রচার লাভ করে। এই লিঙ্গ পূজার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বলতে গিয়ে শিব গবেষক ড. গুরুদাস ভট্টাচার্য্য তার ‘বাংলাকাব্যে শিব’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, -

“কুমারীত্বক্ষয়ের উদ্দেশ্যে ও পুত্র কামনায়, রোগ নিবারণার্থে ও বর্ষণ বাসনায় শস্য বপনে ফলনে ও সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় লিঙ্গ-যোনি পূজা ও বিচিত্র যৌনাচারের প্রয়োগ প্রথা প্রচলিত ছিল (এবং এখনো আছে)। মাঠে লাঙ্গল দেবার আগে ও বীজ ছড়াবার পরে এই যে দুয়ের মিলন অভিনয় ও প্রতীক পূজা - এই দ্বৈতের ধারণা পুরুষ ও স্ত্রীর নির্বিশেষত্ব থেকে বিশেষ দেবতাদের আশ্রয় করে; তখন দেবদেবীর যুগল রূপ কল্পিত হয়; তার ফল শিব-শিবানী এবং শিব ও লিঙ্গে, গৌরী ও পট্টে অভেদ মিত্রতা।”^৮

বঙ্গের বিভিন্ন মন্দিরগুলোতে আজও এই গৌরীপট্টের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

Reference:

১. সেনগুপ্ত, পল্লব, পূজা-পার্বণের উৎস কথা, পুস্তক বিপণি, কল-৯. পৃ. ২১৯
২. ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি, কলি-৭৩, পৃ. ১৪৪
৩. Agrawala, Vasudeva S., Mahadeva : The Great God Siva, Veda Academy, Varanasi, P. 14
৪. sexual Metaphores and Animal symbols in indian Mythology by W.D.O Flatherty, p. 253
৫. রায়, অশোক, বিবর্তনের ধারায় শিব ও শিব লিঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স, কোল - ০৯, পৃ. ২১৩
৬. ঘোষ, সুধাংশু রঞ্জন, শিবপুরাণ, প্রত্যয় প্রকাশনী, কোল ০৯, পৃ. ১৪৪
৭. Agrawala, Vasudeva S., Mahadeva : The Great God Siva, Veda Academy, Varanasi, P. 17
৮. ভট্টাচার্য্য, গুরুদাস, বাংলা কাব্যে শিব, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা. লি, পৃ. ৫৬